চট্টগ্রামে জব্বারের বলি খেলা

কর্ণফুলী রিপোর্ট

এদেশের অসংখ্য নদীবিধৌত জনপদের কূলে কূলে গড়ে ওঠা সংস্কৃতির মাঝে পুষ্টি পেয়েছে কত না ইতিহাস। ১৯০৯ সালে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে লড়তে দেশের তরুণদের শারীরিক ও মানসিকভাবে তৈরি করতে চট্টগ্রামের বদরপতি এলাকার বাসিন্দা আব্দুল জব্বার প্রচলন করেন বলী খেলার। শুধু দেশজ ঐতিহ্যই নয়, বলী খেলা আজ ঠাঁই নিয়েছে ইতিহাসের সোনালি পাতায়। সম্প্রতি চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক লালদীঘি ময়দানে বাংলা লিংকের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১০১তম বলী খেলা। অগুনতি মানুষের ঢল আর বৈশাখী মেলার উচ্ছ্বাসের মাঝে শ্বাসরুদ্ধকর জব্বারের এই বলী খেলা নিয়ে লিখেছেন রুদ্র মাহ্‌ফুজ লড়াই শুরু হয়েছে অনেকক্ষণ। শত শত মানুষ আর আমন্ত্রিত অতিথিরা পঞ্চাশ মিনিট ধরে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন খাগড়াছড়ির মর্ম সিং ও কক্সবাজারের দিদার বলী'র দিকে। কেউ কাউকে হারাতে পারছেন না। বার বার সময় বেঁধে দেওয়া হলো, দিদার কিংবা মর্ম কেউই পারেননি একজন অন্যজনকে ধরাশায়ী করতে। একপর্যায়ে ক্ষুব্ধ দর্শকরা তাদের দিকে পাথর এমনকি জুতোও নিক্ষেপ করে। মর্ম সিং ও দিদার বলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে, তারা নিজেরা চুক্তিবদ্ধ, এই বলী খেলায় কেউ কাউকে না হারিয়ে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হন তিনি। আর এভাবেই অতীতে দর্শকদের হতাশায় নিমজ্জিত করে ছয়-ছয়বার যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হন তারা। এবারও পুনরাবৃত্তি ঘটানোর প্রত্যয় দেখে দর্শক এমনকি প্রধান অতিথি প্রাক্তন মেয়র এবিএম মহিউদ্দীন চৌধুরী এবং আয়োজকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এক পর্যায়ে মেয়র ও আয়োজকরা নির্ধারিত সময় বেঁধে দিলেও দুই বলীর মন্থরগতিক খেলা সবাইকে বিরক্তিতে নিয়ে যায়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি একজন অন্যকে পরাজিত করতে না পারে তাহলে দুইজনকেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হবে খেলা থেকে। পাশাপাশি আগামীতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। কঠোর এই হুঁশিয়ারির পরেও দর্শককে হতাশ করে নির্ধারিত সময়ের পর দু'জনই রয়ে যান অপরাজিত। আর তাইতো অনেকটা বাধ্য হয়েই দুইজনকেই পরাজিত ঘোষণা করে আয়োজকরা। দিদার ও মর্মকে বাদ দিয়ে চ্যাম্পিয়নশীপ লড়াইয়ে দেখা হয় প্রাথমিক রাউন্ডে জয়ী চার বলী আলম, নাছির, লিয়াকত আলী ও মোহাম্মদকে। তাদের মধ্যে আলম বলী নাছিরকে এবং লিয়াকত বলী নুর মোহাম্মদকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন। টেকনাফের আলম বলী প্রায় পাঁচ মিনিটের লড়াইয়ে মিরসরাইয়ের লিয়াকত বলীকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। আর তৃতীয় স্থান অধিকার করেন মোহাম্মদ বলী। নতুন এই চ্যাম্পিয়ন বলীকে মেয়র মহিউদ্দীন চৌধুরী নিজের পক্ষ থেকে সোনার মেডেল, আয়োজকরা নগদ পনেরো হাজার টাকা এবং চ্যাম্পিয়ন ট্রফি প্রদান করা হয়। নগরীর ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে গেল রোববার বাংলা লিংকের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু করে ১০১তম বলী প্রতিযোগিতা। বৈশাখী মেলার সাথে ঐতিহ্যের এই খেলা দেখতে শত শত মানুষ ভিড় করে। রোববার বিকেলে ১০১তম এই আসরে বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন ঘোষণা করেন চ্যানেলের বার্তাপ্রধান ও পরিচালক শাইখ সিরাজ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন, চট্টগ্রাম সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মোঃ মনিরুজ্জামান ও বাংলা লিংকের রিজিওনাল

কর্মাশিয়াল হেড বিশ্বজিৎ পাল। চট্টগ্রামবাসীদেরই নয়, সমগ্র দেশের ঐতিহ্যের অন্যতম এই বলী খেলা চ্যানেল আই সরাসরি সম্প্রচার করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মোট ৯০জন বলী এতে অংশ নেন। অনুষ্ঠান শুরুর প্রাক্কালে ৯০জন বলী বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে বলি খেলায় অংশ নেন। সাধারণ, চ্যালেঞ্জিং ও চ্যাম্পিয়ন-এই তিনটি রাউন্ডে অংশ নেন বলীরা। এর মধ্যে যেমন ছিল আরাফাত (৯), আরমান (৮)-এর মতো শিশু বলী, তেমনই ছিল হাটহাজারীর মফিজদের মতো ষাটোর্ধ্ব বলীও। বলী খেলা উপলক্ষে অতীতের মতো এবারও লালদিঘির পাড় ও আশপাশের প্রায় চার বর্গকিলোমিটার এলাকায় তিনদিন ব্যাপী মেলায় প্রচুর লোক সমাগম ঘটে। প্রচণ্ড দাবদাহ ও পরবর্তীতে বৃষ্টির দুর্ভোগের মধ্যেও আনন্দ ও ভালোবাসার উচ্ছ্বাসের খোঁজে দর্শক সমাগমের কোনো কমতি ছিল না। বাংলা লিংকের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে অনুষ্ঠানটির জৌলুস অনেকটাই বেড়েছে। শত বছরের এই ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরে বাংলা লিংকের রিজিওনাল কর্মাশিয়াল হেড বিশ্বজিৎ পাল বলেন, ‘সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের মেলবন্ধন যেখানে রয়েছে, সেখানেই বাংলা লিংক তার সর্বোচ্চ দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করার প্রয়াস দেখিয়েছে। বছরজুড়ে দেশব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যনির্ভর অনুষ্ঠানগুলোতে বাংলা লিংক যেমন অতীতেও ছিল ভবিষ্যতেও থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।’ মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, চ্যানেল আই’য়ের বার্তাপ্রধান ও পরিচালক শাইখ সিরাজ বলেন, ‘জব্বারের বলী খেলা আমাদের শত বছরের এক ঐতিহ্য। নতুন প্রজন্মের মাঝে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ছড়িয়ে দিতে এই খেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। চ্যানেল আই দেশজ সংস্কৃতিকে বরাবরই পৃষ্ঠপোষকতা করে আর জব্বারের ঐতিহ্যের এবং ইতিহাসের পাতায় স্থান পাওয়া এই খেলাকে সারাদেশের মানুষের কাছে সরাসরি সম্প্রচার করতে পেরে চ্যানেল আই নিজেকে ধন্য মনে করছে। আশা করি আগামী বছর আরো সুন্দর ও জাঁকজমাকপূর্ণ হবে এই আয়োজন।’

কর্ণফুলী রিপোর্ট, ২৮/০৫/২০১০